হেরা পর্বতের সেই কোহিনূর

শাহ্ সূফী আলহাজ্ব শেখ শামস্‌উদ্দিন আহম্মদ

হেরা পর্বতের সেই কোহিনূর

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

কথাপ্রকাশ মুদ্রণ প্রসঙ্গে

তায়েফে ধর্ম প্রচারের সময় দুর্বৃত্তদের পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত, অচৈতন্য হন মহানবী হজরত মুহম্মদ (সা.)। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি অনেক কষ্টে শরীর ধুয়েমুছে, অজু করে নামাজে দাঁড়ালেন। নামাজ শেষে পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা জানালেন : 'হে আল্লাহ ক্ষমা করো তুমি অবিশ্বাসীদের। না বুঝে তারা অপরাধ করেছে। তারা তোমার কথা বুঝতে চায় না, বুঝতে পারে না। সে দোষ তাদের নয়। সে দোষ আমার, সে দুর্বলতা আমার, সে অক্ষমতা আমার। কারণ আমি তাদের ঠিকমতো বোঝাতে পারিনি। আমি সে জন্য তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।

তারা বুঝতে পারছে না, তুমি তাদের বুঝবার শক্তি দাও। তৌফিক দাও। তুমি তাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দাও। তুমি আমাদের ভরসাস্থল। তুমি পরম দয়াময়। দুর্বলের বল। আল্লাহ তুমি পুণ্যজ্যোতির প্রভাবে দূর করে দাও সকল অজ্ঞানতা, সকল অন্ধকার। আল্লাহ তুমি সকলকে ক্ষমা করো। সকলের হৃদয় ইসলাম তথা শান্তির দিকে ধাবিত করো।'

এই হলো আমাদের প্রিয় নবী। এখানেই বোঝা যায় নবীজির চরিত্রের মহিমা, আদর্শ। বিপথগামীদের আপনজন ভেবে তাদের মুক্তির জন্য জীবনভর আল্লাহর কাছে জানিয়েছেন আকুল আবেদন। মানুষের প্রতি এতটা মমত্ববোধ নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। কঠিন কেয়ামতের দিন তিনি যে আমাদের মুক্তির জন্য, শান্তির জন্য সাফায়াত করবেন উপরিউক্ত প্রার্থনার মধ্যে তারই ছবি প্রতিফলিত হয়েছে।

মানবতার প্রতি দরদ, ভালোবাসা, সহানুভূমি, নিরাপত্তার জন্য উৎকণ্ঠা, সত্য প্রতিষ্ঠায় অবিচল থাকা তার চরিত্রের আদর্শ। আমরা যারা তার উম্মত, যার সাফায়াত ছাড়া কেয়ামতের দিন আমাদের উদ্ধার নেই তার পুণ্য চরিত্রের সাথে আমাদের কতটুকু পরিচয়? তার চরিত্রের সাথে আমাদের চরিত্রের কতটুকু মিল? দয়াশীল নবীজি সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি। একবার ভাবুন আমাদের বাংলাদেশি মুসলমান সমাজের পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতার কথা। কোরআন, হাদিস আর মনীষীদের সম্পর্কে আমরা এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের জানার পরিধি অত্যন্ত ক্ষীণ। এই জানার স্বল্পতার কারণেই চলমান জগতের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি না। পারি না বিদেশি অমুসলমানদের প্রশ্নের মোকাবিলা করতে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 'হেরা পর্বতের সেই কোহিনূর' গ্রন্থটি এই অভাব কিছুটা হলেও পূরণ করবে। অতি প্রাঞ্জল ও সুললিত ভাষায় আমাদের প্রিয় নবীর একটা সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাবেন পাঠক এই গ্রন্থে।

গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ হয় ন্যাশনাল প্রিন্টিং পাবলিশিং অ্যান্ড প্যাকেজিং লিমিটেড থেকে। প্রকাশক এ.টি.এম. ওয়ালী আশরাফ। আমার নজরে গ্রন্থটি আসার পর পরিমার্জন করে নতুন কলেবরে প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করি। মূলত মানবকল্যাণে গ্রন্থটি অবদান রাখবে এ চিন্তা থেকেই মুদ্রণে আগ্রহী হই। দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে, অনেক যত্নের সঙ্গে কথাপ্রকাশ প্রকাশ করল গ্রন্থটি। কোনো পাঠক গ্রন্থটি থেকে হেদায়েতের পথে সামান্যতম আলোকরশ্মি লাভ করলেও আমাদের পরিশ্রমকে সার্থক মনে করব।

প্রকাশক, কথাপ্রকাশ

ভূমিকা

সকল প্রশংসা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্পাকের জন্য। আর অগণিত দরুদ ও সালাম মানব জাতির হেদায়েত ও মুক্তির লক্ষ্যে প্রেরিত সকল রসুলের প্রতি; বিশেষত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহম্মদ (সা.), তাঁর পরিবার ও তাঁর সকল সাথির প্রতি। সূরা সাফ্ফাত-এ বলা হয়েছে, 'শান্তি বর্ষিত হোক রসুলদের ওপর। আর প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রাপ্য।' মহান আল্লাহ্তায়ালার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, কারণ আমাদেরকে তাঁর সৃষ্ট জগতের শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ মানব তথা সর্বশেষ রসুলের উম্মত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছিলেন মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র প্রেরিত এমন এক সতর্ককারী যাঁকে আল্লাহ্ সকল নবী ও ফেরেশতাদের উপরে স্থান দিয়েছেন। আর তাই তো সূরা সা'দ-এ আল্লাহ্তায়ালা বলছেন, 'আমি এ কল্যাণকর কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতগুলো বোঝার চেষ্টা করে, আর বোধশক্তিসম্পন্নরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।'

সারা বিশ্বে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের পর থেকেই বিভিন্ন জীবনীকার নানা দেশে, নানা ভাষায় নবীজির জীবনী বা 'সিরাত' রচনা করেছেন। প্রাচ্য সিরাত ও পাশ্চাত্যের এসব জীবনীকারের মধ্যে অমুসলিমের সংখ্যাও কম নয়। গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থ ইবনে ইসহাক রচিত 'সিরাতে ইবনে ইসহাক'। এ ছাড়া অন্য উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থগুলো হলো আল তাবারি-র 'সিরাতে রাসুলাল্লাহ', ইবনে

কাসির-এর 'আল-সিরাত আল-নববিয়াত', ক্যারেন আর্মস্ট্রং-এর 'মুহাম্মদ : আ বায়োগ্রাফি অব দ্য প্রফেট' এবং 'মুহাম্মদ : আ প্রফেট অব আওয়ার টাইম', পিকথাল-এর 'আল আমিন : আ বায়োগ্রাফি অব প্রফেট মুহাম্মদ', গোলাম মোস্তফা-র 'বিশ্বনবী', মাওলানা আকরম খাঁ-র 'মুস্তাফা চরিত', আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী-র 'আর রাহিকুল মাখতুম' প্রভৃতি।

'হেরা পর্বতের সেই কোহিনূর' আমার প্রয়াত পিতা শাহ্ সূফী আলহাজ্ব শেখ শামস্উদ্দিন আহম্মদ রচিত তেমনই এক সিরাতগ্রন্থ। কর্মসূত্রে তিনি ছিলেন ঢাকার একজন পুলিশ সুপার। পুলিশের কর্মকর্তা হলেও জীবনের অধিকাংশ সময়, এবং বিশেষ করে চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের পর ধর্মচর্চায় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেন। আমৃত্যু আমার পিতা সেই কর্মে ব্রতী ছিলেন। এই সিরাতগ্রন্থের পাশাপাশি তিনি উপন্যাস (আলোর বন্যা), রসরচনা (পান্থ), কিছু প্রবন্ধ এবং ছোটগল্পও লিখেছিলেন। 'হেরা পর্বতের সেই কোহিনূর' গ্রন্থে প্রিয় নবীজির জীবন, জগৎ সম্পর্কে নবীজির দার্শনিক ব্যাখ্যা, তৎকালীন সমাজ-রাজনীতি-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ করে তিনি সহজ, প্রাঞ্জল ভাষায় এই নবীজীবনী রচনা করেছিলেন।

'হেরা পর্বতের সেই কোহিনূর' ব্যক্তিগত উদ্যোগে ন্যাশনাল প্রিন্টিং পাবলিশিং অ্যান্ড প্যাকেজিং লিমিটেড থেকে প্রকাশ হয়েছিল এবং বিভিন্ন গুণীজন কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। বহু বছর ধরে এই বইটি আর পাওয়া যায় না। ফলে তাঁর পুত্র হিসেবে এই গ্রন্থটি পরিমার্জিত হয়ে আবার যাতে প্রিয় রসুল সম্পর্কে আগ্রহী সকল পাঠকের কাছে পৌঁছতে পারে তার জন্য নিরন্তর তাগিদ অনুভব করেছি। কথাপ্রকাশের কর্ণধার ও প্রখ্যাত প্রকাশক জসিম উদ্দিনকে এই গ্রন্থটি প্রকাশের প্রস্তাব দিলে তিনি আনন্দের সঙ্গে তা প্রকাশ করতে সম্মত হন। তাঁর ওপর আল্লাহ্র সকল করুণা বর্ষিত হোক। আশাকরি পরম করুণাময় আল্লাহ্তায়ালার অসীম অনুগ্রহে এ গ্রন্থ আবারও পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে এবং আমাদের নবীজীবনী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে আলোর পথযাত্রী করুন। আমিন।

শেখ ইমতিয়াজউদ্দিন আহম্মদ (হোমার)
মায়াকানন, বাসাবো, ঢাকা

সূচি

পথিক	১৩
মানব মুক্তির আকুলতা	১৯
হজরতের জীবনচরিত রচনার প্রয়োজনীয়তা	২৩
মহাপুরুষদের জীবনচরিত প্রণয়ন কষ্টসাধ্য	২৯
প্রতিশ্রুত পয়গম্বর	৩৩
বার্নাবাসের বাইবেল	৪১
হজরতের আবির্ভাবের সমসাময়িক পারিপার্শ্বিক অবস্থা	৪৭
আরবে কেন?	৫৫
বংশ পরিচয়	৬১
হজরতের আবির্ভাব	৬৬
ধাত্রীগৃহে	৮০
ধাত্রী কোল থেকে মায়ের কোলে	৯৩
বাহিরার ভবিষ্যদ্বাণী	৯৬
হজরতের প্রথম সাধনা	১০০
তাহেরা ও আল-আমিন	১০৫
আদর্শ গৃহী	১১৫
কাবাগৃহের সংস্কার	১১৯
সত্যের প্রকাশ	১২৩
সত্য প্রচারের আদেশ	১৩৪
সংঘাত	১৪৪
তায়েফে সত্য প্রচার	১৬৬
জিন জাতি	১৭৫
মে'রাজ	১৮২

মদিনায় ইসলামের সুপ্রভাত ২০৫
হিজরত ২১৩
মদিনার পথে পথে ২২৮
মদিনার প্রাথমিক কর্তব্য ২৩৩
বদর যুদ্ধের সূচনা ২৩৮
বদর যুদ্ধ ২৫১
ওহুদ যুদ্ধ ২৫৫
খন্দকের যুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থা ২৭২
খন্দকের যুদ্ধ ২৭৭
হোদায়বিয়ার সন্ধি ২৮৫
খাইবার বিজয় ২৯২
ধর্মের আমন্ত্রণ ২৯৬
মুতা অভিযান ৩০৫
মক্কা বিজয় ৩০৮
তাবুক অভিযান ৩২০
বিদায় হজ ৩২৬
বিদায় বেলায় ৩৩৪

পরিশিষ্ট

হজরতের চারিত্রিক গুণাবলি ৩৩৯
বিশ্বনেতা মুহম্মদ (সা.) ৩৫০
রাষ্ট্রনায়ক মুহম্মদ (সা.) ৩৫৭
মুহম্মদ (সা.)-এর দৃষ্টিতে ক্রীতদাস ৩৬৭
নারী প্রগতি বহুবিবাহ ও ইসলাম ৩৭১
হজরতের ধর্মীয় সহনশীলতা ৩৮৯
হজরতের মোজেযা ৩৯৩
ওহি ৪০৫
হজরত মুহম্মদ (সা.) কি শেষ নবী? ৪১৪
দার্শনিক মুহম্মদ (সা.) ৪২৪
বিশ্বের কয়েকজন বিশিষ্ট মনীষীর মতামত ৪৪৯

পথিক

সপ্ত-সাগর চুম্বিত-চরণা জাজিরাতুল আরব।

পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত একটা উপদ্বীপ। উপদ্বীপের পশ্চিমাঞ্চল লোহিত সাগর তীরবর্তী পার্বত্যভূমি। কিছু কিছু খেজুরবীথি ও স্বল্প বনাঞ্চল।

মাঝে মাঝে ধূসর মরুপ্রান্তর।

রাত্রির তমসার পর প্রভাতের ইশারা। বনে বনে পাখির কূজন। দীপ্ত উষার মাঙ্গলিক চিহ্ন। নীল আকাশে লাজুক তারাদের ছোটাছুটি।

দূর দিগন্তে আকাশের প্রণতি। আকাশের পূর্বপ্রান্তে আবিরের কুমকুম। প্রভাতের মৃদুমন্দ সমীরণ।

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাথরের মধ্য দিয়ে মদিনাগামী একটা সর্পিল পথ। আলো-আঁধারের অপূর্ব পরিবেশে সেই পথের ধারে ছোট্ট পাহাড়ের এক পর্ণকুটিরে প্রাণের স্পন্দন।

আবু মা'বদ ও উম্মে মা'বদ দম্পতির ছোট্ট সংসার। সংসারে কেবল তারা দুজন। আর আছে তাদের মেষ-ছাগ-ছাগীর একটা পাল।

প্রধান পেশা তাদের মেষপালকের। অবসর সময়ে তারা আসর জমায় আরবীয় কথকগানের। তারা স্বভাবকবিও।

মদিনাগামী অথবা মদিনা আগত পথিকের সেবা করাও তাদের অন্যতম কাজ।

প্রভাতের আগমনের সাথে সাথে মেষ-ছাগীর খোঁয়াড়ও চঞ্চল হয়ে ওঠে।

মরুদেশের প্রাণী। সূর্যের তেজ বাড়ার আগেই খাদ্য সংগ্রহ করতে হয় তাদের। তাই এই অস্থিরতা।

খোঁয়াড়ের দরজা খোলার সাথে সাথে গড্ডলিকা প্রবাহ ধেয়ে চলে প্রান্তরের দিকে। আবু মা'বদও একটা যষ্টি হাতে ধাওয়া করে তাদের পিছু পিছু।

উম্মে মা'বদ লক্ষ করল একটা ছাগী শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। আজ দুদিন চরতে যায়নি। বোধহয় অসুস্থ।

কাছে গিয়ে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে ছাগীটি আরামে চোখ বোজে। আজ দুদিন দুধও দেয়নি।

উম্মে মা'বদ কয়েকটা শুকনা কাঁটাগুল্ম এনে দেয়। ছাগীটি আরামে চিবাতে থাকে।

আজ তাদের কুটিরে খাদ্য বাড়ন্ত। আবু মা'বদ ফিরবে দুপুরের খাদ্য নিয়ে।

তাই উম্মে মা'বদের আজ আর কোনো কাজ নেই। এখন পূর্ণ অবসর।

কথকেরা সাধারণত স্বভাবকবি। কবিমন। বাইরের কাজ নেই, তাই আসে অন্তর কাজের তাগিদ। গুনগুনিয়ে ওঠে উম্মে মা'বদের কবিমন।

প্রভাতের পার্বত্য অঞ্চলের ছবি বড় প্রাণ মাতানো, হৃদয়গ্রাহী।

সূর্য তখনো দেখা দেয়নি। পূর্বাকাশের পটপরিবর্তন তাই সমানে চলছে। মুহূর্তে মুহূর্তে সেখানে প্রতিফলিত হয় সপ্ত রঙের বিচিত্র খেলা।

পার্বত্য উপত্যকাও যেন আজ কার আগমন উপলক্ষ্যে সজীব, চঞ্চল। পাখির কূজনের ঐকতান যেন কার আগমনী গান শোনায় সুমধুর সুরলহরিতে।

উম্মে মা'বদ সেই পর্দান্তরালের বর্ণালি আলোকচ্ছটায় আর সুরের মূর্ছনায় তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকে দিগন্তের পানে।

সূর্যের রক্তিম মুখাবয়ব প্রকাশের সাথে সাথে উম্মে মা'বদের নজর পড়ে দূর দিগন্তের ছোট্ট একটা কাফেলার ওপর। যেন তাদের কুটিরের পথে সেটা আসছে এগিয়ে।

কৌতূহলী হয়ে চেয়ে থাকে উম্মে মা'বদ। কাফেলাটি ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। সেই সাথে কাফেলার সুরলহরিও।

কাফেলার মধ্যস্থলের উটের পিঠে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির মুখনিঃসৃত বাণীতেই এই সুরের মূর্ছনার সৃষ্টি। যেন প্রাণ মাতানো হৃদয়গ্রাহী এক সুমধুর গান।

বড় মধুর হতে মধুরতর হয়ে কানে বাজে উম্মে মা'বদের। আশ্চর্য!

এ সুর তো কোনো দিন কোথাও শোনেনি। এ সুর পার্থিব নয়, স্বর্গীয়। সে সুরে ইতোমধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেছে বন্য পাখির কূজন।

সে সুরের মূর্ছনায় মাতোয়ারা হয়ে তালে তালে হেলেদুলে এগিয়ে আসছে তিনটি উটের এক ক্ষুদ্র কাফেলা।

আরোহী চারজন। সাদামাটা নিরাভরণ। প্রকৃতির নিরাভরণ শান্ত পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আরোহীদের মধ্যে একজন দিব্যকান্তি জ্যোতির্মণ্ডলীর ন্যায় সুষমামণ্ডিত। এক সম্মোহন রূপ।

উম্মে মা'বদ মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থাকে। এত সুন্দর রূপ! তাদের পান্থ জীবনে এ ছবির সাক্ষাৎ আর কখনো মেলেনি। ভুলে যায় আরবের আতিথেয়তার চিরাচরিত ঐতিহ্য।

ততক্ষণে কাফেলাটি থেমে গেছে সেই পর্ণকুটির দ্বারে।

সুপুরুষ দিব্যকান্তি আরোহী উটের হাওদা থেকে নেমে সালাম জানালেন আরবীয় প্রথায়। সংবিত ফিরে পেয়ে উম্মে মা'বদ তাড়াতাড়ি সম্মানিত অতিথির সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—মা, আমরা আজ দুদিন ভুখা। এখানে কোনো খাদ্য-পানীয় ক্রয় করা যাবে?

আহা কি মিষ্টি সুমধুর কণ্ঠস্বর!

—হা কপাল! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীকৃত হোক। মেহমান সৎকার করাই তো আমাদের কর্তব্য। কিন্তু আফসোস! আজ আমার কুটির একেবারেই রিক্ত।

—ওই ছাগীটিকে কি দোহন করা যেতে পারে?

—পোড়া কপাল আমার! আবু মেষ ও ছাগীর পাল নিয়ে চরাতে গেছে। ছাগীটি আজ দুদিন অসুস্থ বলে বাইরে যেতে পারেনি। আপনি দেখতে পারেন, যদি কিছু দুধ মেলে!

গৃহস্বামিনী জানে তার কাছে দুধের আশা করা অসম্ভব।

কাফেলার এক ব্যক্তি সেদিকে অগ্রসর হতেই সুপুরুষ ব্যক্তিটি নিষেধ করলেন। পরে একটা পাত্র নিয়ে তিনি নিজেই বিসমিল্লাহ বলে দোহনে প্রবৃত্ত হলেন। সোবহানাল্লাহ্!

উম্মে মা'বদ লক্ষ করলেন ছাগীটি যেন তাই চায়। সুপুরুষ ব্যক্তিটি কাছে যেতেই ছাগীটি উঠে দাঁড়িয়ে দোহনের জন্য প্রস্তুত হয়ে সানন্দে পুচ্ছ সঞ্চালন করতে থাকে।

দেখতে দেখতে পাত্রটি দুধে ভরে উঠল।

আশ্চর্য! রুগ্ন ছাগীর এত দুধ কোথা থেকে এলো! না, না, রুগ্ন কোথায়? ছাগীটি দিব্যি এখন সুস্থ। দোহন কাজ সমাধা হলেই ছাগীটি বেশ আনন্দের সাথে নাচতে নাচতে বাইরে চলে গেল।

—আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনার কুটিরে বরকত দিন। বরকত দান করুন আপনার মেষ ও ছাগপালের।

আশাতীত দুধের জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলেন।

আপত্তি সত্ত্বেও দুধের একাংশ গৃহস্বামিনীর জন্য রেখে বাকি অংশ তাঁরা সকলেই পেটপুরে পান করলেন। তারপর গৃহস্বামিনীকে দোয়া করে তাঁরা মদিনার পথে এগিয়ে চললেন।

কাফেলা প্রস্থানের অল্প পরেই আবু মা'বদ কুটিতে ফিরে এলেন। সাথে অনেক খাদ্যদ্রব্য। ঘরে ঢুকেই দুধ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন। এ দুধ কোথা থেকে এলো?